সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সখ্যা	কারিগরি প্রকল্পে সখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৫	০৫	০০	০০	০১	০২	সর্বনিম্ন-১৪.২৮% সর্বোচ্চ-২০০%	০১	সর্বনিম্ন--১৬.১০% সর্বোচ্চ-৭৫.১১%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ৫টি

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯)	প্রকল্পের আওতায় এ্যকুষ্টিক কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নকশা সংশোধন, জেনারেটর, এসির ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় নতুন আইটেম সংযোজন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটির ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।
ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯)	জমি ক্রয়/অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি ও জমি অধিগ্রহণের সময়ে মামলার উদ্ভব হওয়ার প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ও মেয়াদ উভয়ই বৃদ্ধি পায়।
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ। (জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮)	নির্ধারিত মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
'শেকড়ের সন্ধানে মেগা কনসার্ট' শীর্ষক প্রকল্প। (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৮)	নির্ধারিত মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
'সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন' শীর্ষক প্রকল্প (১৫ নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০১৯)	নির্ধারিত মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৮)

০১.	প্রকল্পের নাম	সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন
০২.	উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৪.	প্রকল্পের ধরণ	বিনিয়োগ প্রকল্প
০৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
০৬.	প্রকল্পের অনুমোদন	০৩ নভেম্বর ২০১৮, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী
০৭	প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	জনাব মজিবর রহমান আল মামুন, যুগ্ম সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ০৬ নভেম্বর ২০১৮ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি অবধি।

০৮. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
৪৭০০.০০	৪৪৭৩.০০	১৫ নভেম্বর ২০১৮-১৫ জুন ২০১৯	নভেম্বর ২০১৮-৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

০৯. প্রকল্প এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ

১০. <u>প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:</u>

বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ইতোমধ্যে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রাসহ ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে আত্নপ্রকাশের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলার আবহমান ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কতিকে ধারণ, লালন, সংরক্ষণ ও বিকাশে নিয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু এখনও বেশ কিছু আর্থ সামাজিক সমস্যা রয়েছে যেগুলো আমাদের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

বিশাল জনসংখ্যার এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্বের সর্বোচ্চ। অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ কিশোর কিশোরী। এই কিশোর কিশোরীদের সমস্যার মধ্যে শিশু বিবাহ উচ্চ প্রজনন হার, নারীর প্রতিসহিংসতা জেন্ডার সমতা এবং যৌতুক এখনও গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও শিশু অধিকারের বিষয়টি যথাযথভাবে বোগগাম্য হয়ে উঠেনি। এছাড়া দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বর্তমান সমাজের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপসংস্কৃতি রোধ, মেধা ও মননশীলতা চর্চার, মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠন, লোকজ সংস্কতি চর্চা ও বিকাশ মানবিক বোধসম্পন্ন মুক্তি চিন্তার মানুষ তৈরীর মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক এবং সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে দেশের সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ মোকবিলায় গঠনমূলক শক্তিশালী আপোষহীন ভূমিকা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। গৃহিত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ যথা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ন, সেতু নির্মাণ পর্যন্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন শিশুদের শিক্ষার সুবিধার্থে বিনামূল্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাস ইত্যাদি আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সফলতায় পরিতৃপ্ত না থেকে উন্নত দেশ রূপান্তরের অগ্রযাত্রায়, দেশের ৯০% জনগোষ্ঠী যারা গ্রামে বাস করে এবং অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাদের সম্পৃক্ত করে উন্নয়নকে তাদের কাছে পৌছেঁ দেয়ার কোন বিকল্প নেই। উল্লেখিত পটভূমিতে সকল মানুষের কাছে উন্নয়নের কাংক্ষিত লক্ষ্য ও উপায় পৌছেঁ দেয়া জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে “সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ভিশন-২০২১, বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্নক সহায়তা করা।
- দেশব্যাপী জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (এসডিজি), ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যমে আয়ের দেশের রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।
- মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু অধিকার, লিঙ্গসমতা, নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও জনগণের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রসমূহের সাফল্য অর্জনে সরকারকে সহায়তা করা।
- জনগণের জীবনমান এবং আয়বৃদ্ধিকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন: একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা করা।
- নারী নির্যাতন ও যৌতুক বিরোধী আইন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন, পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন, এইচআইভি/এইডস, এসটিভিসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা।
- জনসাধারণের মাঝে জঙ্গিতৎপরতা, দুর্নীতি, ভূমি দখল, খাদ্য ভেজাল, সন্ত্রাস চাঁদাবাজি, নারীর প্রতিসংহিংসতা, নারীর ও শিশু পাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন সর্ম্পেক সচেতনতা বৃদ্ধি করে সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহায়তা করা।
- তথ্য প্রযুক্তি ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার সুবিধার্থে আন্তব্যাক্তি যোগযোগ মাধ্যমকে আধুনিক যন্ত্র সামগ্রী সজ্জিত করে গনযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির অপব্যাবহারজনিতকারণে বিভিন্ন অপরাধের বিচার ও শাস্তি সর্ম্পকে প্রচলিত আইন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা।

১২ . প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পিসিআর মোতাবেক)

(লক্ষ টাকায়)

কাজের নাম	ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
সাফল্য বিষয়ক ৪০টি গল্প প্রস্তুত	৮০০.০০	সাফল্য বিষয়ক ৪০টি গল্প প্রস্তুত	৪৪৭৩.০০	১০০%
সাফল্য বিষয়ক ৩০টি গল্প প্রস্তুত	৬০০.০০	সাফল্য বিষয়ক ৩০টি গল্প প্রস্তুত		১০০%
সাফল্য বিষয়ক ৩০টি গল্প প্রস্তুত	৬ ০০.০০	সাফল্য বিষয়ক ৩০টি গল্প প্রস্তুত		১০০%
৫০টি মিনি কন্টেন্ট প্রস্তত	৫০০.০০	৫০টি মিনি কন্টেন্ট প্রস্তত		১০০%
৫০টি মিনি কন্টেন্ট প্রস্তত	৫০০.০০	৫০টি মিনি কন্টেন্ট প্রস্তত		১০০%
অর্জনের উপর বিষয়বস্তু তৈরী	২ ০০.০০	অর্জনের উপর বিষয়বস্তু তৈরী		১০০%
ঐতিহ্যের বিষয়বস্তু তৈরী	৩০০.০০	ঐতিহ্যের বিষয়বস্তু তৈরী		১০০%
বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনত বিষয়ক বিষয়বস্তু তৈরী	৩০০.০০	বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনত বিষয়ক বিষয়বস্তু তৈরী		১০০%
বাণিজ্যিক মিডিয়া প্রচার	৫০০.০০	বাণিজ্যিক মিডিয়া প্রচার		১০০%
প্রচারণা এবং সোশ্যাল মিডিয়া	৪০০.০০	প্রচারণা এবং সোশ্যাল মিডিয়া		১০০%
সর্বমোট	৪৭০০.০০		৪৪৭৩.০০	

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন: (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পিসিআর মোতাবেক)

উদ্দেশ্য	অর্জন
সাধারণ জনগণকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে	সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে জনগণ দেশের সংস্কৃতি ও

উদ্দেশ্য	অর্জন
একুশ শতকের উন্নত, সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার স্বপক্ষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত জাতির জনকের 'সোনার বাংলা' গড়তে বর্তমান সরকারের যে কোন বিকল্প নেই তা জনগণকে অবহিতকরণ।	ঐতিহ্যকে ধারন করে মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আত্নকর্মসংস্থান অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন সন্ত্রাস, সহিংসতা প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে সচেতন ও মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা।
সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ। বিশেষ করে দেশের যুব সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।	জনগণের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ এবং সরকারের সফলতা সম্পর্কে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি। আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক সমূহের মাধ্যমে অগ্রগতির হার নিশ্চিত করা। নারীর ক্ষমতায়ন সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিহত, তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ শিশু বিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিলোপ, জনগণের নিকট সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত এবং জনগণের উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হওয়া।
বিভ্রান্তমূলক সকল ধরণের অপপ্রচার হতে রক্ষার জন্য প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।	সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন। দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম জোরদার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৪. <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুত বিভিন্ন ডিজিটাল ডকুমেন্ট পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১৫. <u>আইএমইডি এর পর্যবেক্ষণ:</u>

১৫.১ আলোচ্য প্রকল্প মূল অনুমোদিত মেয়াদে এবং ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৫.১৭%। প্রকল্পের আওতায় জনগণ সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছে। প্রচার কার্যক্রমে নারী পুরুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা হয়েছে। প্রকল্পের সামগ্রীক কার্যাবলী তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভরশীল এবং সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। চলমান অনলাইন ক্যাম্পাইনের মাধ্যমে তরুণ সমাজসহ সর্বসাধারণ সার্বক্ষণিকভাবে সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উপলব্ধি করেছে;

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ডিজিটাল ডকুমেন্টস্ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১৫.৩ প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করা হয়নি মর্মে পিসিআর সূত্রে জানা যায়।

১৬.০ <u>আইএমইডি এর মতামত:</u>

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ডিজিটাল ডকুমেন্টস্ যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য জাতীয় আরকাইভস-এ প্রেরণ করা যেতে পারে;

১৬.২ প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আইএমইডি এর বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি কে অবহিত করতে হবে।

শেকড়ের সন্ধানে মেগা কনসার্ট শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: নভেম্বর, ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : শেকড়ের সন্ধানে মেগা কনসার্ট

২। প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি বিভাগে

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
৪৩২০.০০	৪৩০৫.৫১	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ (৩ মাস ১৫ দিন)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০১৮ (২ মাস ১৫ দিন)	(-) ১৪.৪৯ (০.৩৩%)

৬। **প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন : প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (মন্ত্রণালয়ের পিসিআর) এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে :**

ক্রমিক নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৪৩০১.২০	৮টি	৪৩০১.২০ (১০০%)	১০০%
২.	আপ্যায়ন	৪.০০	থোক	০.৮৬ (২১.৫%%)	-
৩.	সম্মানি ভাতা	৮.০০	থোক	১.৩৭ (১৭%)	-
৪.	অন্যান্য স্টেশনারি	৬.৮০	থোক	২.০৮ (৩০.৫৮%)	-
	সর্বমোট	৪৩২০.০০		৪৩০৫.৫১	

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ পটভূমি:: বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। সকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি আর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য , লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র হ্রাস. গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতঃমধ্যে বাংলাদেশ প্রথম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করেছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগাপ্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আবেগপ্রবণ। উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে খেটে খাওয়া মানুষকে পুরোনো ধ্যান ধারণা থেকে বের করে সম্ভাবনার বাংলাদেশের চিত্র দেখাতে হবে। সেই কারনেই গ্রামে, হাটে বাজারে সাধারণ মানুষের মাঝে বর্তমান সরকারের সাফল্য এবং একুশ শতকের বাংলাদেশকে পরিচিত ও জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য 'শেকড়ের সন্ধানে মেগা কনসার্ট' প্রচারের যৌক্তিকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ৪৩২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) **'**অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদশে**'-** 'শেকড়ের সন্ধানে মেগা কনসার্ট'এর মূল উদ্দেশ্য সাধারণ জনগণকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে একুশ শতকের উন্নত, সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার স্বপক্ষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত জাতির জনকের 'সোনার বাংলা' গড়তে বর্তমান সরকারের যে কোন বিকল্প নেই তা জনগণকে অবহিতকরন।

খ) সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সর্ব সাধারণকে অবহিতকরণ। বিশেষ করে দেশের যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।

গ) বিভ্রান্তিমূলক সকল ধরণের অপপ্রচার হতে রক্ষার জন্য প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।

৭.৩ প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ৮টি বিভাগে ৮টি অনুষ্ঠান
- স্টেশনারি ক্রয়

৭.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা: আলোচ্য প্রকল্প মোট ৪৩২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদিত হয়।

৭.৫ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u> :

নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন :

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
	শুরু	পর্যন্ত	
মো: মজিবর রহমান আল মামুন যুগ্মসচিব	০৭ অক্টোবর ২০১৮	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব

৭.৬ **<u>প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি</u>** :

প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩২০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি মোট ৪৩০৫.৫১ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৬%)। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

আর্থিক বছর	এডিপিতে বরাদ্দ		অবমুক্ত	ব্যয়	
	মোট টাকা	জিওবি	টাকা	মোট টাকা	জিওবি
২০১৮-২০১৯	৪৩২০.০০	৪৩২০.০০	৪৩২০.০০	৪৩০৫.৫১	৪৩০৫.৫১
মোট	**৪৩২০.০০**	**৪৩২০.০০**	**৪৩২০.০০**	**৪৩০৫.৫১**	**৪৩০৫.৫১**

নোট: বরাদ্দকৃত অবশিষ্ট অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

৮.০ **<u>প্রকল্প পরিদর্শন</u>** :

গত ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: মজিবর রহমান আল মামুন এর সাথে আলোচনা হয়।

প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও পিসিআরে প্রদত্ত তথ্যানুসারে প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগে ৮টি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান গুলোর সময়সূচি ও স্থান নিম্নরুপ:

ক্রমিক	স্থান	তারিখ	বার
১.	রংপুর	১৬ অক্টোবর, ২০১৮	মঙ্গালবার
২.	রাজশাহী	২০ অক্টোবর, ২০১৮	শুক্রবার
৩.	খুলনা	২২ অক্টোবর, ২০১৮	সোমবার
৪.	বরিশাল	২৪ অক্টোবর, ২০১৮	বুধবার
৫.	সিলেট	২৭ অক্টোবর, ২০১৮	শনিবার
৬.	চট্টগ্রাম	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	বুধবার
৭.	ঢাকা	২ নভেম্বর, ২০১৮	শুক্রবার
৮.	ময়মনসিংহ	৮ নভেম্বর, ২০১৮	বৃহস্পতিবার

প্রকল্প পরিচালক জানান রংপুর জেলার জিলা স্কুল মাঠ, রাজশাহীতে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম, খুলনা জেলা স্টেডিয়াম, বরিশাল বঙ্গবন্ধু উদ্যান, সিলেট জেলা স্টেডিয়াম, চট্রগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এবং ময়মনসিংহ রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামে উল্লিখিত সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফায়ার ওয়ার্কস ও লেজার শো অনুষ্ঠিত হয়।

৯.০ **ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুসারে সরাসরি পদ্ধতিতে প্রকল্পের সেবা ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০.০ **অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি** : প্রকল্পের আওতায় অডিট করা হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান ।

১১.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআরে প্রদত্ত তথ্যানুসারে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদশে'- 'শেকড়ের সন্ধানে মেগা কনসার্ট'এর মূল উদ্দেশ্য সাধারণ জনগণকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে একুশ শতকের উন্নত, সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার স্বপক্ষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত জাতির জনকের 'সোনার বাংলা' গড়তে বর্তমান সরকারের যে কোন বিকল্প নেই তা জনগণকে অবহিতকরন।	৮টি বিভাগীয় শহরে আওতায় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মানসম্মত প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পাদন ও জনগণকে অবহিত করা হয়েছে।
খ) সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ। বিশেষ করে দেশের যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।	জনগণের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ এবং সরকারের সফলতা সর্ম্পকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সচেতনতা বৃদ্ধি। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহের মাধ্যমে অগ্রগতির হার নিশ্চিত করা। জনগণের নিকট সরকারের উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ায় সর্বসাধারণ উপকৃত হয়েছে।
গ) বিভ্রান্তিমূলক সকল ধরণের অপপ্রচার হতে রক্ষার জন্য প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।	এ প্রকল্পের আওতায় জনগণকে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয়েছে।

১২.০ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ :

১২.১ প্রকল্পের আওতায় অডিট করা হয়নি;

১২.২ সিডিগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।

১৩.০ মতামত:

১৩.১ জরুরি ভিত্তিতে অডিট সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অডিট রিপোর্টে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.২ সিডিগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসে প্রেরণ করতে হবে।

১৩.৩ অনুচ্ছেদ ১২.১ হতে ১২.২ এ উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন জারির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

(ক) প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

০১.	প্রকল্পের নাম	১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত (১ম সংশোধিত)
০২.	প্রকল্পের ধরন	বিনিয়োগ প্রকল্প
০৩.	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার
০৪.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

০৬. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালে
মূল	সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ			
৪০৫৫.১৪	৭৬৬০.০৪	৭১০১.১৫	০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩১ জুন ২০১৯	০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩১ জুন	৩০৪৬.০১ (৭৫.১১%)	৩০ মাস (১২৫%)

০৭. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ	সদর
ময়মনসিংহ	শেরপুর	
রাজশাহী	রাজশাহী, জয়পুরহাট ও সিরাজগঞ্জ	সদর
সিলেট	সিলেট ও হবিগঞ্জ	সদর
খুলনা	যশোর ও ঝিনাইদহ	সদর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সদর
বরিশাল	ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী	সদর
রংপুর	নীলফামারী ও দিনাজপুর	সদর

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) কাঠামোগত ও বস্তুগত উন্নয়ন এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে জাতীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও বেশী পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলা,

(খ) জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহের কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত করা; এবং

(গ) বিভিন্ন জেলা শিল্পকলা একাডেমির এক্যুস্টিক সুবিধা, সাউন্ড সিস্টেম, মঞ্চের আলোক ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধাদি উন্নত করা।

০৯. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মুল প্রকল্প ৪০৫৫.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ০১ জানুয়ারী ২০১৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫ মে ২০১৫ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি,

এ্যকুস্টিক কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নকশা অনুযায়ী প্রাক্কলন তৈরী ও ব্যয় বৃদ্ধি, জেনারেটর ও এসির ক্যাপাসিটি পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় নতুন আইটেম সংযোজন ও যন্ত্রপাতির ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৭৬৬৪.০৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত ডিপিপি ০৮ মে ২০১৮ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১০. <u>প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি: এছাড়া ০৫টি জেলাতে (বাগেরহাট, জামালপুর, ঝিনাইদহ, সিরাজগ</u>

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী জাতীয় সংস্কৃতির প্রচার, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ টি জেলাতে (টাংগাইল, সাতক্ষীরা, নোয়াখালী, চাপাইনবাবগঞ্জ, শেরপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, বরগুনা, ভোলা, পিরোজপুর, সিলেট, বগুড়া, মুন্সীগঞ্জ, ঝালকাঠি,পটুয়াখালী, হবিগঞ্জ, লক্ষীপুর, ফেনী, জয়পুরহাট, ময়মনসিংহ) ৪০০ আসনবিশিষ্ট প্রোটোটাইপ অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ০৫টি জেলাতে (বাগেরহাট, জামালপুর, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ) শিল্পকলা একাডেমী ভবন ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়। অপর একটি প্রকল্পের আওতায় ১৯ জেলাতে (পঞ্চগড়, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, যশোর, নড়াইল, মাগুরা, কুস্টিয়া, চুয়াডাংগা, মেহেরপুর, বি-বাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ) শিল্পকলা একাডেমীর রেনোভেশন ও সম্প্রসারণ কাজ করা হয়। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের পর দেখা যায় যে, যে সকল সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় এবং পারফরমেন্সের জন্য যথেষ্ট নয়। সে কারণে উল্লিখিত ৪৪ টি শিল্পকলা একাডেমী রেনোভেশন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা কমিশনে ২৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় প্রথম ফেজে ১৫ টি শিল্পকলা একাডেমী নবায়ন, সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে "১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমী নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত প্রকল্প" গ্রহণের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

১১. <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:</u>

- সিভিল মেরামত, ইন্টারনাল স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক কাজ;
- অডিটোরিয়ামও প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার;
- এ্যকুস্টিক, সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ লাইট স্থাপন;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন;
- জেনারেটর ও সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি ক্রয়, জেনারেটর রুম, সাব স্টেশন ভবন নির্মাণ;
- অডিটোরিয়ামের কাঠের স্টেজের কাজ;
- ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেম স্থাপন;
- অডিটোয়িামের চেয়ার ও ফার্ণিচার সরবরাহ ইত্যাদি

<u>খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:</u>

১২. প্রকল্পের অংগওয়ারি বাস্তব ও আর্থিক বাস্তবায়ন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব অংগ				
০১.	অফিসারের বেতন	০১ জন	২৭.২৯	০১ জন	২৪.৪৬
০২.	কর্মচারিদের বেতন	০৪ জন	১৯.২৮	০৪ জন	১৯.২০
০৩.	শিক্ষা ভাতা	০৫ জন	০.০৯	০৫ জন	০.০৮
০৪.	বাড়ী ভাড়া ভাতা	০৫ জন	৫.৯০		৫.১৯
০৫.	চিকিৎসা ভাতা	০৫ জন	০.৭২	০৫ জন	০.৭১

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০৬.	মোবাইল/সেল ফোন ভাতা	০১ জন	০.০৪	০১ জন	০.০৩
০৭.	টিফিন ভাতা	০৪ জন	০.০৮	০৪ জন	০.০৮
০৮.	উৎসব ভাতা	০৫ জন	৫.৫০	০৫ জন	৪.৯২
০৯.	অন্যান্য ভাতা	০৫ জন	১১.১০	০৫ জন	৯.৯৫
১০.	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৬.০০	থোক	৫.৪৫
১১.	ওভারটাইম	থোক	১.৫০	থোক	০.০০
১২.	টেলিফোন ভাতা	থোক	০.৯০	থোক	০.৫৫
১৩.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১৪.০০	থোক	১৩.০২
১৪.	স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	২৫.০০	থোক	৭.৬৬
১৫.	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা	থোক	৪.০০	থোক	১.১২
১৬.	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	০.৩৪
১৭.	কনজিউমেবলস্ স্টোরস্(অফিস সরঞ্জামাদি (অফিস ইকুইপমেন্ট ও ক্রোকারিজ)	৩০টি/মাসে	৩.০০	৩০টি/মাসে	২.৮৫
১৮.	পরামর্শক ফি (এ্যকুস্টিক কাজ)	থোক	১১.৫০	থোক	০.০০
১৯.	সম্মানী	থোক	৭.০০	থোক	৪.৯৯
২০.	কম্পিউটার ইক্যুপমেন্ট	থোক	৩.০০	থোক	১.০৭
২১.	অন্যান্য স্টেশনারি	থোক	১.০০	থোক	০.০১
২২.	মেশিনারিশ ও ইক্যুপমেন্ট		১৩৭৫.৭৪	পিসিআর এ তথ্য নেই।	১২৯১.০১
২৩.	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো(পূর্ত কাজ)	২০৮৯৬৫ বর্গ মিটার	২৭৭৮.১৬		২৪৫৫.৫১
	মোট (রাজস্ব)		**৪৩০২.৮০**		**৩৮৫০.২০**
	মূলধন অংগ				
২৪.	মটর ভেহিক্যাল (জীপ)	১টি	৫৫.০০		৫৪.৫৬
২৫.	ফার্ণিচার এন্ড ফিক্সচার (অডিটোরিয়াম চেয়ার ও অন্যান্য ফার্নিচার)	৬৯৫২ টি	৭৫২.২৯	পিসিআর এ তথ্য নেই।	৭১৬.৪৬
২৬.	এয়ার কুলার	১৫২৭ টন	১৫২৭.৫০	পিসিআর এ	১৫৯৭.৫০

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৭.	জেনারেটর	১৫টি	৩৪৬.৩৭	তথ্য নেই।	৩৪৬.১২
২৮.	সাব স্টেশন যন্ত্রপাতি	১৫টি	৫১৩.৫৮		৪৬৫.০৬
২৯.	ফায়ার এক্সটিনগুইজার	২১০ টি	৯.৯৮		৭.৯৭
৩০.	সিসিটিভি	১৪০টি	৭০.৪৯		৬৩.৭৭
	মোট (মূলধন)		**৩৩৫৭.২৪**		**৩২৫০.৯৫**
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		**৭৬৬০.০৪**		**৭১০১.১৫**

সূত্র: পিসিআর

১৩. **অর্থ বছর ভিত্তিক সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান, সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়:**

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৭৬৬০.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭১০১.১৫ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯২.৭০%।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৪-১৫	০	০	০	০
২০১৫-২০১৬	৯৯০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯০.০০
২০১৬-২০১৭	২৫০১.৬৫	২৫১০.০০	২৫১০.০০	২৫০১.৬৫
২০১৭-২০১৮	১০০০.০০	৮৫৫.০০	৮৫৫.০০	৮৪০.৭৩
২০১৮-২০১৯	৩১৬৮.৩৯	৩৩২০.০০	৩৩২০.০০	২৭৬৮.৭৫
সর্বমোট	**৭৬৬০.০৪**	**৭৬৬০.০৪**	**৭৬৮৫.০০**	**৭১০১.১৫**

তথ্যসূত্র: প্রকল্প পরিচালক

১৪. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
জনাব লিয়াকত আলী লাকী	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	২০.৮.২০১৫ হতে ২৮.৯.২০১৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব
জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন	উপ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৮.৯.২০১৬- হতে ২৭.০২.২০১৯	নিয়মিত
কাজী আসাদুজ্জামান	উপ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৭.০২.২০১৯ হতে১৭.৬.২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
জনাব মো: আফজাল হোসেন	উপ সচিব(চলতি দায়িত্ব) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	১৭.৬.২০১৯-৩০.৬.২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৫. প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন:

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে ০৬টি জেলা শিল্পকলা একাডেমী (২১ মার্চ ২০২১ তারিখ যশোর ও ঝিনাইদহ, ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখ নীলফামারী ও দিনাজপুর এবং ২৮ আগষ্ট ২০২১ তারিখ সিলেট ও হবিগঞ্জ) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক দরপত্র আহবান হতে শুরু করে কন্ট্রাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, মনিটরিং ও সুপারিভিশনের কাজ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং জেলা কালচারাল অফিসার/শিল্পকলা একাডেমীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

১৫.১ যশোর শিল্পকলা একাডেমী:

সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, এ্যকুস্টিক কাজ, অডিটোরিয়ামের কাঠের মঞ্চ ও উম্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ, সাব স্টেশন ও জেনারেটর যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাব স্টেশন ভবন নির্মাণ, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, আর্ট গ্যালারী মেরামত, অডিটোরিয়াম ও অফিস কক্ষের ফার্নিচার/চেয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, মেইন গেট নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীরের মেরামত কাজ করা হয়েছে। কাজ শেষে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। এ্যকুস্টিক, স্টেজ লাইট ও এসি ভালো অবস্থায় রয়েছে। সাউন্ড সিস্টেমের সাউন্ড ইকুলাইজার কাজ করছে না। ওপেন স্টেজের কাঠের পাটাতনে এবং আর্ট গ্যালারীর বীমে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। সিভিল মেরামতের কাজ হিসেবে যে সকল স্থানে প্লাস্টার/পেইন্ট করা হয়েছে তার সব নস্ট হয়েছে। সমগ্র শিল্পকলা একাডেমী ভবনে ড্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে। কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক নয়।

১৫.২ ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমী:

শিল্পকলা একাডেমীর সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ, এ্যকুস্টিক কাজ, অডিটোরিয়ামের কাঠের মঞ্চ নির্মাণ, সাব স্টেশন ও জেনারেটর যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাব স্টেশন ভবন নির্মাণ, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম এয়ারকুলার স্থাপন করা হয়েছে। কাজ শেষে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। অডিটোরিয়ামের স্টেজের কাঠ আপাতদৃষ্টিতে গুণগত মানসম্পন্ন মনে হয়নি।এ্যকুস্টিক ভালো রয়েছে। স্টেজ লাইট ও স্পট লাইট মোট ১৩ টি নস্ট। সাউন্ড সিস্টেম ত্রুটিপূর্ণ। ০৫টি এমপ্লিফায়ারের ওয়াট কম, কম্পন হয়। সাউন্ড সিস্টেমের কোন জনবল নেই। লাইট কন্ট্রোলারের একটি পয়েন্ট কাজ করছে না। সোফা সরবরাহ করা হয়নি। অডিটোরিয়ামের স্টেজের অটোমেটিক পর্দা সরবরাহ করা হয়নি। কনফারেন্স রুম ড্যাম্প, মূল ভবন ও দেয়ালে ড্যাম্প। সীমানা প্রাচীরে পলেস্তাঁরা খসে পড়েছে। সিভিল কাজের গুণগতমান ভালো নয়।

১৫.৩ নীলফামারী শিল্পকলা একাডেমী:

শিল্পকলা একাডেমীর সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ, এ্যকুস্টিক কাজ, সাব স্টেশন ও জেনারেটর যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাব স্টেশন ভবন নির্মাণ, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, স্টেজ লাইট, সাউন্ড সিস্টেম এয়ারকুলার স্থাপন অডিটোরিয়াম ও অফিস কক্ষের ফার্নিচার/চেয়ার স্থাপন, অডিটোরিয়ামের স্টেজের অটোমেটিক পর্দা স্থাপন, অডিটোরিয়ামের ছাদে গ্যালভানাইজড্ আয়রণ শীট দেয়া হয়েছে। কাজ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। অডিটোরিয়ামের এ্যকুস্টিক এর পারফোরেটেড বোর্ড অডিটোরিয়ামের ছাদের জিআই শীট দিয়ে চুইয়ে পড়া পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অডিটোয়িামের চেয়ারের ফ্লোর জয়েন্ট ও সিট কভারের সেলাই খুলে গেছে। লাইট মিক্সিং কনসোল (প্রক্ষেপন) নস্ট। স্টেজ লাইট ০৯ টি নস্ট, সিসিটিভি ০২টি নস্ট। সাউন্ড মনিটর ও স্পীকার নস্ট। হ্যাংগিং মাইক্রোফোন ০৯ টি সরবরাহ করার কথা থাকলেও সরবরাহ করা হয়েছে ০৪টি। সাউন্ড ইকুলাইজার সেট করা হয়নি। অডিটোরিয়ামের স্টেজ নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। ক্লাস রুমের উপরে জিআই সীট দিয়ে পানি পড়ে।

১৫.৪ দিনাজপুর শিল্পকলা একাডেমী:

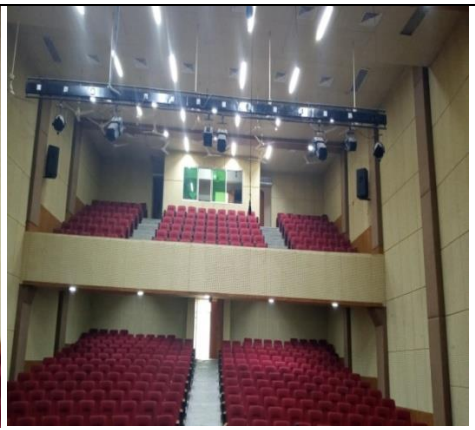
সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, এ্যকুস্টিক কাজ, অডিটোরিয়ামের কাঠের মঞ্চ নির্মাণ, মন্চের অটোমেটিক পর্দা, সাব স্টেশন ও জেনারেটর যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাব স্টেশন ভবন নির্মাণ, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, অডিটোরিয়াম ও অফিস কক্ষের ফার্নিচার/চেয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, ফায়ার প্রটেকশনের কাজ, সীমানা প্রাচীরের মেরামত কাজ করা হয়েছে। কাজ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। এ্যকুস্টিক ও সাউন্ড সিস্টেম ভালো রয়েছে। স্টেজ লাইট, হ্যাংগিং মাইক্রোফোন সেট করা হয়নি। সকল মাইক্রোফোনে সমস্যা রয়েছে।

৫.৫ **সিলেট শিল্পকলা একাডেমী:**

সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, এ্যকুস্টিক কাজ,অডিটোরিয়ামের কাঠের মঞ্চ নির্মাণ, জেনারেটর স্থাপন, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, অডিটোরিয়াম ও অফিস কক্ষের ফার্নিচার/চেয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, সীমানা প্রাচীরের মেরামত কাজ করা হয়েছে। কাজ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। সিসিটিভি ১০টির মধ্যে ০৩টি অচল। কাঠের স্টেজের অবস্থা ভালো। জেনারেট চালু রয়েছে। সাউন্ড সিস্টেম ভালো। অডিটোরিয়ামের ভেতরে ০৭ টি পারকার লাইট, অডিটোরিয়ামের বাইরে ০২টি মেটাল লাইট নষ্ট রয়েছে। অডিটোরিয়ামের লাইট বার অচল। অডিটোয়িামের স্টেজের অটোমেটিক স্ত্রীণ মুভ করে না। সাউন্ড সিস্টেমের কোন জনবল নেই। অফিস সহকারী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। অডিটোয়িামের ছাদ/অডিটোয়িামের টিন দিয়ে পানি পড়ে এ্যকুস্টিক বোর্ড নষ্ট হচ্ছে। ওয়েটিং রুমের ছাদে ও দেওয়ালে ফাটল। ডরমেটরীর ছাদে ফাটল। পুরো প্রশাসনিক ভবনে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়েছে। সিভিল মেরামত ও স্যানিটারির কাজের মান ভালো নয়।

১৫.৬ **হবিগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী:**

সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, কম্পাউন্ড ড্রেন, অভ্যন্তরীণ সড়ক, এ্যকুস্টিক কাজ, সাব স্টেশন রুম নির্মাণ ও জেনারেটর স্থাপন, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, অডিটোরিয়ামের স্টেজের অটোমেটিক পর্দা, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, অডিটোরিয়াম ও অফিস কক্ষের ফার্নিচার/চেয়ার স্থাপন, এয়ারকুলার স্থাপন, সীমানা প্রাচীরের মেরামত কাজ করা হয়েছে। কাজ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চালু রয়েছে। সকল সিসিটিভি (১১টি) নষ্ট। গার্ডরুমের জানালা ও দরজা করা হয়নি। রুমে ইলেকট্রিকাল ওয়ারিং নেই। লাইট সিস্টেমের জনবল নেই। অডিটোরিয়ামের ছাদ দিয়ে পানি চুইয়ে পড়ে। অডিটোয়িামের প্রবেশ মুখের পারফোরেটেড বোর্ড নস্ট। কাঠের স্টেজ, সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ লাইট ভালো, স্টেজের অটোমেটিক স্ত্রীণ ভালো রয়েছে। হ্যালোজেন লাইট, গার্ডেন লাই ও সকল সিকিউরিটি লাইট নস্ট। অডিটোরিয়ামের মেঝের মেরামত করা আস্তরণ সব উঠে গেছে। সিভিল মেরামত কাজ মানসম্মত হয়নি।

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>যশোর শিল্পকলা একাডেমী</td><td>ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমী</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>নীলফামারী শিল্পকলা একাডেমী</td><td>দিনাজপুর শিল্পকলা একাডেমী</td></tr>
</table>



সিলেট শিল্পকলা একাডেমী

১৬. **আইএমইডি এর সার্বিক পর্যবেক্ষণ:**

১৬.১ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত "১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলা শিল্পকলা একাডেমীগুলোতে এ্যকুস্টিক সুবিধা, সাউন্ড সিস্টেম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্টেজ লাইট ব্যবস্থা ইত্যাদি যে কোন ধরণের অনুষ্ঠান পরিবেশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী ছিল না। পরিদর্শিত ০৬টি জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে (যশোর, ঝিনাইদহ, নীলফামারী, দিনাজপুর, সিলেট ও হবিগঞ্জ) আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বর্নিত সুবিধাদির সৃষ্টি/উন্নতীকরণ লক্ষ্য করা গেছে।

১৬.২ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯২.৭০% অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের একবার সংশোধন এবং দুইবার বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের কারিগরি দিকসমূহ যেমন: এক্যুস্টিক সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ লাইট ব্যবস্থা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্যাপাসিটি/স্পেসিফিকেশন উপযুক্ত বিশেজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়নি। প্রকল্প শুরুর ০৩ বছর পর ২০১৮ সালে বিষয়গুলো রিভিউ করে পুন:নির্ধারণ করা হয় এবং প্রকল্প সংশোধন করা হয়। এর ফলে প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্পের তুলনায় ৩০৪৬.০১ লক্ষ টাকা (৭৫.১১% বৃদ্ধি) এবং বাস্তবায়ন সময় ৩০ মাস (১২৫% বৃদ্ধি) পায়। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তিতে বিলম্বিত হয়েছে।

১৬.৩ পরিদর্শিত জেলা শিল্পকলা একাডেমীগুলোর সিভিল মেরামত ও স্যানিটারির কাজের মান সন্তোষজনক নয়। প্রকল্প সমাপ্তির ০২ বছরের মধ্যেই অবকাঠামোর প্লাস্টার/পেইন্ট পুরোপুরি নস্ট হয়ে গেছে, ভবনসমূহে damp সৃস্টি হয়েছে। বিভিন্ন অবকাঠামোয় ফাটল/ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে স্টেজ লাইট, স্পট লাইট, সিকিউরিটি লাইট ও সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট। সাউন্ড সিস্টেমে সমস্যা রয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ০২ বছরের মধ্যে পর উল্লিখিত ত্রুটি/বিচ্যুতির বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। অডিটোরিয়ামের স্টেজে ব্যবহৃত কাঠ ভালো নয়/স্টেজ নড়বড়ে। টেন্ডার সিডিউল মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র/অডিটোরিয়ামের চেয়ার/অডিটোরিয়ামের অটোমেটিক পর্দা/সাউন্ড সিস্টেম যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি। মূল অডিটোরিয়াম ভবন রক্ষণাবেক্ষণে অভাব ও গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শিত ০৬টি শিল্পকলা একাডেমীর মধ্যে তিনটিতে (সিলেট, হবিগঞ্জ ও নীলফামারী) অডিটোরিয়ামের ছাদের জিআই শীট দিয়ে চুইয়ে পড়া পানিতে অডিটোরিয়ামের এ্যকুস্টিক এর পারফোরেটেড বোর্ড তথা এ্যকুস্টিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু অবকাঠামোর নির্মান কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টে ও আলোক ব্যবস্থাপনায় ও কারিগরি জনবলের অভাব রয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৬)।

১৬.৪ পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত ৭৬৮৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭১০১.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অব্যয়িত ৫৮৩.৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬২.৪৩ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২২১.৪২ লক্ষ টাকার হিসাব গণপূর্ত বিভাগ হতে পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর এ টুলস্ ও ইক্যুপমেন্ট ইনস্টলেশনের কোন তথ্য দেয়া হয়নি। এছাড়া মেশিনারি ও ইক্যুপমেন্ট, অন্যান্য ভবন ও কাঠামো নির্মাণ, এয়ারকুলার, জেনারেটর, সাব স্টেশন, ফায়ার এক্সটিনগুইসার, সিসিটিভি ইত্যাদি কতটি/কি পরিমাণে ক্রয় করা হয়েছে তার কোন হিসাব পিসিআর এ দেয়া হয়নি। আইএমইডি এর ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের পত্র নং-২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০৩৭.১৭(অংশ-১)১৯০ মারফত এ সকল ব্যত্যয় পরিহারপূর্বক পুনরায় পিসিআর প্রেরণের জন্য সংস্কৃতি বিষযক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়। ১৯ আগষ্ট ২০২১ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি।

১৬.৫ পিসিআর এ ঝালকাঠি, কিশোরগঞ্জ, ঝিনাইদহ, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম সাইটের এক্সটারনাল ও ইন্টারনাল অডিটের কোন তথ্য দেয়া হয়নি। নীলফামারী, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ সাইটে অডিট কার্যক্রম শুরু হয়নি এবং শেরপুর ও পিরোজপুরে কোন অডিট আপত্তি নেই মর্মে জানানো হয়েছে। যশোর সাইটে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে প্রকল্পের আওতায় ৩০০ কেভিএ সাব স্টেশনসহ ডাকট্ টাইপ এয়ারকুলার সরবরাহ কাজে অনুমোদিত ভেরিয়েশন অপেক্ষা ৮,৬৭,৬৭৯/- টাকার কম কাজ সম্পাদন এবং ২,৭৬,৪১২/- বিলের সাথে মুসক-১১ জমা প্রদান না করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ২,৭৬,৪১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি মর্মে অডিট আপত্তি রয়েছে। আপত্তি দু'টি নিষ্পত্তি হয়নি। হবিগঞ্জ সাইটে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে প্রাক্কলন বহির্ভুত নন-টেন্ডার আইটেমের কাজ দেখিয়ে ৬,৩৩,২০২/- অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়নি।

১৭. **<u>আইএমইডি এর মতামত/সুপারিশ:</u>**

১৭.১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬টি জেলা শিল্পকলা একাডেমী (যশোর, ঝিনাইদহ, নীলফামারী, দিনাজপুর, সিলেট ও হবিগঞ্জ) সরেজমিনে পরিদর্শন করে অবকাঠামোর জরাজীর্ণ অবস্থা/ Structural damage এর প্রকৃতি চিহ্নিত ও পরিমাণ নিরূপণ এবং সৃষ্ট বিভিন্ন সুবিধাদির (এক্যুস্টিক, সাউন্ড ও আলোক ব্যবস্থা সহ অন্যান্য কারিগরি দিকসমূহ) কার্যকারিতা পরীক্ষা/যাচাই করে ত্রুটি-বিচ্যুতির মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নমানের কাজের জন্য সংশ্লিষ্টগণের দায়-দায়িত্ব নিরুপণ করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৬);

১৭.২ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অপর ০৯টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি সরেজমিনে পরিদর্শন অনুরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ অডিটোরিয়ামের স্টেজের অটোমেটিক পর্দা, আসবাবপত্র ও সাউন্ড সিস্টেমের যন্ত্রপাতি দরপত্র সিডিউল মোতাবেক সরবরাহ না করা, অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৬)

১৭.৪ সিলেট, হবিগঞ্জ ও নীলফামারী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অডিটোরিয়ামের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে এ্যকুস্টিক এর পারফোরেটেড বোর্ড তথা এ্যকুস্টিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেরামত/remedial measures গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৪, ১৫.৫ ও১৫.৬);

১৭.৫ প্রকল্পের অব্যয়িত ৫৮৩.৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২২১.৪২ লক্ষ টাকার হিসাব গণপূর্ত বিভাগ হতে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিসিআর এ এতদসংক্রান্ত সকল ব্যয়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪);

১৭.৬ টুলস্ ও ইক্যুপমেন্ট ইনস্টলেশন, মেশিনারি ও ইক্যুপমেন্ট, অন্যান্য ভবন ও কাঠামো নির্মাণ, এয়ারকুলার, জেনারেটর, সাবস্টেশন, অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জামাদি, সিসিটিভি ইত্যাদি কতটি/কি পরিমাণে ক্রয় করা হয়েছে-সে হিসাব গণপূর্ত বিভাগ হতে পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত করে দেখতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য/হিসাব পিসিআর এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪);

১৭.৭ শিল্পকলা একাডেমিসমূহে সাউন্ড সিস্টেম, অলোক ব্যবস্থা ও কারিগরি বিষয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২,১৫.৫);

১৭.৮ প্রকল্পের সকল সাইটের সিভিল অডিট এর ফলাফল আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৫)।

১৮। প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৮)

১.	প্রকল্পের নাম	:	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
৪.	প্রকল্পের ধরন	:	কারিগরি সহায়তা
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্য
৬.	উন্নয়ন সহযোগী	:	Korea International Cooperation Agency (KOICA)

৬। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ			
৮৮৬.২৫ ৯৬.৯৪ ৭৮৯.৩১	৯০১.৯৪ ১১২.৬৩ ৭৮৯.৩১	৭৪৩.৫৫ ২৭.০০ ৭১৬.৫৫	জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮	-	-

৭। প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
ঢাকা	ঢাকা	শাহবাগ থানা	ঢাকা দক্ষিণ

৮। প্রকল্পে অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প Korea International Cooperation Agency (KOICA) ও বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে ৮৮৬.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৬.৯৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭৮৯.৩১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১১/০৭/২০১৬ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২১/০১/২০১৮ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ১৫.৬৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে প্রকল্প সাহায্য ও বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে ৯০১.৯৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১২.৬৩ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৭৮৯.৩১ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধন করা হয়।

০৯। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনসমূহ পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী আসে। বস্তুসমূহ সংরক্ষণ, প্রতিস্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জাদুঘরের আওতায় একটি সংরক্ষণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সংরক্ষণ ল্যাবরেটরি হওয়া সত্ত্বেও এখানে সংরক্ষণ পদ্ধতির সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন কৌশলের প্রশিক্ষণের অভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংরক্ষণ পদ্ধতির মান

উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাদুঘরে প্রদর্শিত বস্তুসমূহ যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ

- কারিগরি সহায়তা এবং সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সামগ্রী সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের সক্ষমতা উন্নয়ন; এবং
- সংরক্ষণ কাজের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সংরক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- প্রশিক্ষণ (দেশে, বিদেশে);
- সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এবং সংরক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন; এবং
- সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব মোঃ আকছারুজ্জামান নুরী, কনজারভেশন কেমিস্ট, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৯/০৯/২০১৬ হতে ২২/০৪/২০১৭
জনাব মোঃ গোলাম হায়দার, কিপার, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৩/০৪/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮

১৩। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:**

অংগের নাম		ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
রাজস্ব ব্যয়ঃ					
স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প		২.০০	থোক	১.৮৭	
প্রশিক্ষণ	(i)দেশে	১৩৯.৯২		১১৩.২৫	৪টি ব্যচ
	(ii)বিদেশে	২১৩.৪৩	থোক	১৫২.০৫	০২টি ব্যাচ
সেমিনার কনফারেন্স/ ওয়ার্কসপ		৩৮.১০	থোক	৪৫.২৭	
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা		১২৬.২৯	থোক	১৩০.০৬	
কমিটি/ কমিশন		৩.০০	থোক	২.৫০	
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন		৭.০০	থোক	৭.০০	১টি
অন্যান্য		৭.০০	থোক	৭.০০	
মোট রাজস্ব ব্যয়		৫৩৬.৭৪		৪৫৯.০০	
মূলধন ব্যয়ঃ					
মেসিনারি ও ইক্যুইপমেন্ট		২৮০.২০	থোক	২৮৪.৫৫	৩২টি
সিডি-ভ্যাট		৮৫.০০	থোক	-	
মোট মূলধন ব্যয়		৩৬৫.২০		২৮৪.৫৫	
সর্বমোট ব্যয়		৯০১.১৪		৭৪৩.৫৫	

১৪। সংশোধিত এডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৫-১৬	১০৮.৩০	-	-	-	-
২০১৬-১৭	২৫৪.৬১	২০৪.০০	২০৪.০০	২০৪.০০	২০৪.০০
২০১৭-১৮	৪৭৪.৬৪	৪৭৪.০০	৩৬৩.০০	৩২৩.০০	৩২৩.০০
২০১৮-১৯	৪৮.৭০	২২৩.৯৪	২২৩.৯৪	২১৬.৫৫	২১৬.৫৫
সর্বমোট	৮৮৬.২৫	৯০১.৯৪	৭৯০.৯৪	৭৪৩.৫৫	৭৪৩.৫৫

১৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৪/০৩/২০২১ তারিখ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক শাহবাগ, ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত ইক্যুইপমেন্ট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পর পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১৫.১ আলোচ্য প্রকল্প একটি কারগরি সহায়তা প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার এবং Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর অনুদানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন সহযোগি কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে।

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় ২১টি কনজারভেশন যন্ত্রপাতি, ২৯টি বই সংগ্রহ এবং ০১টি ম্যানুয়াল তৈরী, দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং সেমিনার আয়োজনের সংস্থান ছিল।

১৫.৩ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন, প্রকল্প সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, উন্নয়ন সহযোগি কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ৩২টি কনজারভেশন যন্ত্রপাতি ও ২৯টি কনজারভেশন সংক্রান্ত বই সরবরাহ করা হয়েছে। ০১টি ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে। দেশে ০৪টি এবং বিদেশে ০২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত যন্ত্রপাতি স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে যন্ত্রপাতিসমূহ কোথায় আছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এদতসংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারের লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

১৫.৫ পরিদর্শনকালে ওয়াটার মগ, আর্টিফ্যাক্ট ক্যাবিনেট, ডাস্ট কালেক্টর, ফিউমহুড, ডিহাইড্রেটর ওভেন পোর্টেবল ডাস্ট কালেকটর, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মাইক্রোস্কোপ, স্টিম ক্লিনার, মিনি আইরন, টেক্সটাইল ক্লিনিং বাথ, হিটিং স্প্যাচুলা, লাইটিং টেবিল, ফার্ম গেজ ইত্যাদি কনজারভেশন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দেখা যায়। উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে।

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় কনজারভেশন কাজের জন্য সংগৃহীত এক্স আর এফ ও এক্স-রে মেশিন দুটি প্রকল্প সমাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। জাতীয় যাদুঘর হতে KOICA এর সাথে যোগাযোগ করা হলে সরবরাহকারী সংস্থা মেশিন দুটি মেরামত করে। কিন্তু পরবর্তীতে আবারও নষ্ট হয়ে যায়। মেশিন দুটি মেরামতের জন্য জাতীয় জাদুঘর হতে KOICA অফিসে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আসতে পারছে না। তবে যোগাযোগ চলমান আছে। উল্লেখ্য, যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং এর মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে।

১৫.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, টেবিল অব অরগানোগ্রাম এ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৫.৮ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং ইক্যুইপমেন্ট খাতের প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত ব্যয় অতিক্রম করেছে। তবে তা মোট অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উল্লিখিত খাতসমূহ উন্নয়ন সহযোগি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাদের নিকট বার বার ব্যয়ের বিবরণী

চাইলেও পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র জানা যায়নি। পরবর্তী ডিসেম্বর ২০১৮ তে KOICA কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক বিবরণী পাওয়া যায়।

১৫.৯ প্রকল্পের আওতায় সিডি ভ্যাট খাতে ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। সিডি ভ্যাট খাতে অর্থ অবমুক্তির পূর্বেই প্রকল্পের মালামাল সরবরাহকারী দেশ হতে বাংলাদেশে চলে আসায় জাতীয় জাদুঘরে নিজস্ব অর্থে সিডি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। ফলে এ খাতের অর্থ ছাড় হয়নি।

১৬। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট প্রতিবেদনে ১,৭৮,৩০০/- টাকা এবং ২৫,৩০০/- টাকার আপত্তি ছিল যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
● কারিগরি সহায়তা এবং সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন	জাদুঘরের সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন হয়েছে।
● প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সামগ্রী সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের সক্ষমতা উন্নয়ন	ঐতিহ্য সামগ্রী সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
● সংরক্ষণ কাজের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সংরক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা	সংরক্ষণ কাজের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সংরক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮.০ আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামতঃ

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.২ যে সকল যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো মেরামতের জন্য বিধি মোতাবেক জাতীয় জাদুঘর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৯.০ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং ১৮.১ হতে ১৮.৩ পর্যন্ত সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (সংশোধিত) **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: জুন ২০১৯)

	প্রকল্পের নাম	:	ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (সংশোধিত)
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪.	প্রকল্পের ধরন	:	বিনিয়োগ প্রকল্প
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার

৬। **প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ			
৪৯৫৩.৩৫ ৪৯৫৩.৩৫ -	৫৩৪৪.০৫ ৫৩৪৪.০৫ -	৪৪৯৫.৮৭ ৪৪৯৫.৮৭ -	জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৬	জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে জুন, ২০১৯	-৪৫৭.৪৮ (৯.২৩%)	২০০%

- মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় ৯.২৩% কম ব্যয় হয়েছে।

৭। **প্রকল্প এলাকাঃ**

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	সদর উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	সদর উপজেলা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	সদর উপজেলা
খুলনা	কুষ্টিয়া	সদর উপজেলা
বরিশাল	বরগুনা	সদর উপজেলা
সিলেট	মৌলভীবাজার	সদর উপজেলা

০৮। **প্রকল্পে অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে ৪৯৫৩.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ পর পর দুইবার ০১ বছর করে বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ৫৩৪৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধন ১৪/০৯/২০১৭ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পের মেয়াদ ৩য় বারের মত ০৬ মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি না করে ৫৩৪৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়।

০৯। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায় ও ২য় পর্যায়ে ১৩টি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ৪৫টি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরবর্তীতে "জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণে জেলা শহরে (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া, বরগুনা, এবং মৌলভীবাজার) এই ছয়টি লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে ৬টি জেলা শহরে লাইব্রেরি ভবন নির্মাণের জন্য আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করা;
- আধুনিক গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে দেশের আর্থ সমাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা;
- শ্রেণি, পেশা ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের জন্য জীবন ভিত্তিক স্ব শিক্ষার সুযোগ তৈরী করা;
- শিশু, কিশোর, বয়স্ক, মহিলা, প্রতিবন্ধী পাঠক, গবেষকসহ গণগ্রন্থাগারের অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ডে নতুন নতুন সুবিধাদি সৃষ্টি করা;
- গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মৌলভীবাজার, বরগুনা, চাঁদপুর-এই ৬ (ছয়) জেলায় অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রত্যাশিত গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করা।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬টি জেলার প্রতিটি জেলায় জমি অধিগ্রহণ, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা পর্যন্ত লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, জেনারেটর, সোলার প্যানেল, কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব আশীষ কুমার সরকার অতিরিক্ত সচিব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৫/০৫/২০১৫ হতে ১২/০৪/২০১৬
জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন যুগ্মসচিব	পূর্ণকালীন	১২/০৪/২০১৬ হতে ২৯/০৮/২০১৭
এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী যুগ্মসচিব	পূর্ণকালীন	২৯/০৮/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৩। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
রাজস্ব ব্যয়ঃ				
কর্মচারীদের বেতন	২৯.০৫	থোক	২৪.০০	-
সংস্থাপন ব্যয় (সহায়ক কর্মচারী)			৬.৬৪	-
ভাতাদি	৩০.৪৩	থোক	১৭.০০	-
ভ্রমন ব্যয়	৭.১৯	থোক	৫.১৯	-
টেলিফোন	১.৭২	থোক	০.৭২	-
জ্বালানী	৬.২৬		৪.২৬	-
স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	২.৪৬	থোক	২.৪৬	-
বই ও সাময়িকী	৬৬.০৯	থোক	৬৬.০৯	-
বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা	২.৭৬	থোক	২.৭৬	-
আপ্যায়ন	১.৭৩	থোক	০.৫০	-
পরিবহন ব্যয়	১.১২	থোক	১.১২	-

অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
অনিয়মিত শ্রমিক	১.২৫	থোক	১.২৫	-
ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	২.৪৮	থোক	২.০০	-
সম্মানী	২.২৪	থোক	১.৫০	-
যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ	১০.০০	থোক	৬.০০	-
প্রশিক্ষণ ভাতা	০.৫০	থোক	০.৪৩	-
কম্পিউটার সামগ্রী	৪.৪৪	থোক	৪.৪৪	-
যানবাহন ভাড়া	৩৫.১৬	থোক	৩৫.১৬	-
কমিটিং মিটিং/কমিশন	৪.০০	থোক	২.০০	-
অন্যান্য ব্যয়	৩.০০	থোক	৩.০০	-
(ক) উপমোট রাজস্ব	২১২.৫২		১৮৬.৫২	-
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস)	৯.১২	৩৫টি	৮.৭৫	২৭
অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার, টেলিফোন সেট)	৮.৪০	৭	৮.৩৫	৭
আসবাবপত্র	২০৭.০০	২৭২০	২০৭.০০	২৬৯৪
টেলিকমিউনিকেশন সামগ্রী	০.২০	৪	০.০৮	-
জমি অধিগ্রহণ	১৩৩০.২০	১.২১	৮৮৬.৫৮	-
অফিস ভবন নির্মাণ	৩৪৬৯.৯১	৮৪৪৪.৭ বর্গমি.	৩১৯৭.৫৯	-
সেমিনার হলের একুইস্টিক	৯০.২৭	৬টি		-
(খ) উপমোট মূলধনঃ	৫১১৫.১০		৪৩০৮.৩৫	-
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ব্যয়	১৬.৪৩			-
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ)	৫৩৪৪.০৫		৪৪৯৪.৮৭	-

১৪। সংশোধিত এডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৫-১৬	১৬৩৭.০১	১৩০২.৫১	১৩০৭.০০	১৩০৭.০০	১১৬৯.২০
২০১৬-১৭	৩৩১৬.৩৪	২৩৭.৬৬	১২৪৫.০০	১২৪৫.০০	১০৫৩.৫৯
২০১৭-১৮	-	২৭২৪.২২	১৭১৮.০০	১৭১৮.০০	১৫৭৪.৫৪
২০১৮-১৯	-	৭৩.৪৬	৮৯৬.০০	৮৯৬.০০	৬৮২.২৬
সর্বমোট	৪৯৫৩.৩৫	৫৩৩৭.৮৫	৫১৬৬.০০	৫১৬৬.০০	৪৪৭৯.৫৯

১৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরি (৩১/০৮/২০২১ তারিখে নারায়ণগঞ্জ এবং ০৯/০৯/২০২১ তারিখে কুষ্টিয়া) সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (পূর্ত), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (ইএম), লাইব্রেরিয়ান ও সহকারি লাইব্রেরিয়ান উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১৫.১.০ নারায়নগঞ্জঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ০৫/০৫/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদনকালে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত হয়ঃ

“মহিলাদের সময় কাটানোর জন্য আলাদা কর্ণার, শিশুদের পড়ার জন্য আলাদা কর্ণার, ছেলে-মেয়ে ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা টয়লেট, সাইবার ক্যাফে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বুক সপ, জিম ইত্যাদি সংস্থান পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে থাকতে হবে। এছাড়াও ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে পর্যায়ক্রমে অটোমেশনের মাধ্যমে ই-লাইব্রেরির ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৫.১.১ একনেক সভার উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক শিশুদের পড়ার জন্য আলাদা কর্ণার, ছেলে-মেয়ে ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা টয়লেট, সাইবার ক্যাফে, ইত্যাদি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। তবে জিম, মহিলাদের সময় কাটানোর জন্য আলাদা কর্ণার, বুক শপ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির সংস্থান পরিলক্ষিত হয়নি।

১৫.১.২ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ও বুক শপের জন্য নির্ধারিত কক্ষটি বুক স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নীচতলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প রয়েছে। তবে টয়লেটটি প্রতিবন্ধীদের জন্য তা উল্লেখ করা নেই। ভবনের নকশা মোতাবেক ২য় তলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য টয়লেটের সংস্থান থাকলে সরেজমিন তা দেখা যায়নি।

১৫.১.৩ প্রকল্পের আওতায় তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নীচতলায় একটি অডিটোরিয়াম রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অডিটোরিয়ামসহ বিভিন্ন কক্ষে চেয়ার, টেবিল, বুক সেলফ, এসি, ফ্যান, লাইট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৫.১.৪ ৩য় তলার শিশু পাঠকক্ষের এসি নষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটি দেয়ালে ড্যাম্প এবং প্রায় প্রতিটি রুমের দেয়ালে, সিড়ির পাশের দেয়ালে হেয়ার ক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়েছে। অডিটোরিয়ামের স্টেজে তিনটি অন্য কাঠের টুকরা ব্যবহার করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কাঠের টুকরাগুলো মানসম্পন্ন মনে হয়নি। অডিটোরিয়ামের চেয়ার, পাঠকক্ষের টেবিল ও চেয়ারে ফাটল দেখা গেছে।

১৫.১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের কোন সূত্র লেখা নেই।

১৫.১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত জেনারেটরটি অকেজো আছে মর্মে লাইব্রেরিয়ান জানান।

১৫.২.০ **কুষ্টিয়াঃ**

১৫.২.১ একনেক সভার উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক শিশুদের পড়ার জন্য আলাদা কর্ণার, ছেলে-মেয়ে ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা টয়লেট, সাইবার ক্যাফে, ইত্যাদি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। তবে জিম, মহিলাদের সময় কাটানোর জন্য আলাদাকর্ণার, বুক শপ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির সংস্থান পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতিবন্ধীদের জন্য ভবনের নকশা অনুযায়ী সাইবার ক্যাফে ২য় তলায় । কিন্তু উক্ত কক্ষে কম্পিউটার স্থাপনের ইলেকট্রিক পয়েন্ট না থাকায় ৩য় তলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সাইবার ক্যাফের জন্য একটি কক্ষ রয়েছে। সেখানে কয়েকটি চেয়ার রয়েছে। এখনো সাইবার ক্যাফে হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী লাইব্রেরিয়ান জানান সাইবার ক্যাফের জন্য দুটি কম্পিউটার রয়েছে, যা পাঠকক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৫.২.২ প্রকল্পের আওতায় তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নীচতলায় একটি অডিটোরিয়াম রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অডিটোরিয়ামসহ বিভিন্ন কক্ষে চেয়ার টেবিল, বুক সেলফ, এসি, ফ্যান, লাইট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৫.২.৩ ১ম তলা হতে ৩য় তলা পর্যন্ত দক্ষিণ পাশের সকল দেয়ালে ড্যাম্প এবং ৩য় তলার ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থলে হালকা ক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে। অডিটোরিয়ামের চেয়ার, পাঠকক্ষের টেবিল ও চেয়ারের ফাটল মেরামত করা হয়েছে ।

১৫.২.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের কোন সূত্র লেখা নেই।

১৫.২.৫ ভবনের ছাদে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অন গ্রিড সোলার প্যানেল সচল আছে ।

১৫.২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত জেনারেটর চালানোর জন্য জ্বালানী খাত নেই মর্মে সহকারী লাইব্রেরিয়ান জানান। ফলে জ্বালানী বাবদ কোন অর্থ না পাওয়ায় জেনারেটরটি চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

১৬) পিসিআরের বিভিন্ন অংশে গাণিতিক গরমিলঃ

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৫ এ Actual Progress, পার্ট- C তে ADP Allocation and progress অনুচ্ছেদে Expenditure এর হিসাবে গরমিল রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প দলিলে ভবন নির্মাণ ও এ্যাকুস্টিক কাজ আলাদা বরাদ্দ দেয়া থাকলেও পিসিআরে দুই খাতের ব্যয় একসাথে দেখানো হয়েছে।

১৭) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি টেবিল অব ইক্যুইপমেন্টভুক্ত করার তথ্যঃ

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র, কম্পিউটার, এসি, জেনারেটর ইত্যাদি টেবিল অব ইক্যুইপমেন্টভুক্ত করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

১৮) **প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ**

প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৪টি অডিট প্রতিবেদনে ৫২,৯৯,৪৬৩/- টাকা, ৩,০৩,৪০০০০/- টাকা, ১০,০০,০০০/- টাকা, এবং ২,৫২,৯৯,৪৬৩/- টাকার আপত্তি ছিল যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোন অডিট আপত্তি নেই। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট হয়নি।

১৯.০ আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামতঃ

১৯.১ একনেক সভার নির্দেশনা মোতাবেক পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে মহিলাদের সময় কাটানোর জন্য আলাদা কর্ণার, সাইবার ক্যাফে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বুক সপ, জিম ইত্যাদি সংস্থানের বিষয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১.১ ও ১৫.২.১);

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি টেবিল অব ইক্যুইপমেন্টভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পাবলিক লাইব্রেরি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৭);

১৯.৩ কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি ভবনের দেয়ালে ড্যাম্প, ক্র্যাক এবং প্লাস্টার খসে পড়া ইত্যাদি মেরামতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩);

১৯.৪ নারায়ণগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি ভবনের দেয়ালে ড্যাম্প এবং প্রায় প্রতিটি রুমের দেয়ালে, সিড়ঁির পাশের দেয়ালে হেয়ার ক্র্যাক এবং অডিটোরিয়ামের স্টেজে অন্য কাঠের টুকরো পরিহার , অডিটোরিয়ামের চেয়ার, পাঠকক্ষের টেবিল ও চেয়ারের ফাটল মেরামতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১.৪);

১৯.৫ যে সকল যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো মেরামতের জন্য বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১.৪);

১৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত আইটেমগুলোতে প্রকল্পের সূত্র লিখে রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২.৪);

১৯.৭ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত জেনারেটর পরিচালনার জন্য বিধি মোতাবেক গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২.৬);

১৯.৮ পিসিআরের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পরিলক্ষিত গাণিতিক হিসাবের গরমিলের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬);

১৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮);

২০.০ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং ১৯.১ হতে ১৯.৯ পর্যন্ত সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।